উজ্জীবক বার্তা

বর্ষ- ১৫ ❖ সংখ্যা- ৬৮ ❖ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭

THE HUNGER PROJECT

সম্পাদক
ড. বদিউল আলম মজুমদার

উপ-সম্পাদক
নাছিমা আক্তার জলি
আহসানুল কবির

নির্বাহী সম্পাদক
নেসার আমিন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ

প্রকাশকাল
২৫ জানুয়ারি ২০১৮

ডিজাইন ও মুদ্রণ
ইনোসেন্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
১৪৭/১, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশক
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
হেরাল্ডিক হাইট্স, ২/২, ব্লক-এ
মোহাম্মদপুর, মিরপুর রোড
ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৩ ০৪৭৯, ৯১২ ২০৮৬
ফ্যাক্স: ৯১৪ ৬১৯৫
ওয়েব: www.thpbd.org
ফেসবুক: facebook.com/THPBangladesh

এসডিজি অর্জনে কমিউনিটি চালিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা

ড. বদিউল আলম মজুমদার*

ছবি: প্রথম আলো থেকে নেওয়া।

এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করেছে মূলত মানুষের সৃজনশীল উদ্যোগ ও নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায়। অনেকগুলো সমস্যার স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত স্বল্প খরচে সমাধানের মাধ্যমে। নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এতে সহায়তা করেছে। সরকারেরও এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

কিন্তু এসডিজি তুলনামূলকভাবে উচ্চাভিলাষী এবং এর অর্জন হবে অনেক দুরূহ। উপরন্তু বাংলাদেশ এখন জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্নীতি, সুশাসনের অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, দ্বন্দ্বাত্মক রাজনীতি এবং ক্রমবর্ধমান সহিংসতা-সহ নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। তাই গতানুগতিক পদ্ধতিতে এসডিজি অর্জন সম্ভব হবে না।

এসডিজির স্থানীয়করণে স্থানীয় সরকার

যদিও এসডিজি প্রণীত হয়েছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে, এর অভীষ্টগুলো অর্জিত হতে হবে স্থানীয় পর্যায়ে, স্থানীয় জনগণ ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সচেষ্ট ও কার্যকরী ভূমিকার মাধ্যমে। প্রসঙ্গত, আমাদের সংবিধান [অনুচ্ছেদ ৫৯(২)(গ)] ইতিমধ্যেই জনকল্যাণমূলক সরকারি সেবা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিয়েছে স্থানীয় সরকার, বিশেষত জনগণের দোরগোড়ার প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদকে।

এসডিজি'র অন্তত ১২টি অভীষ্টই অর্জিত হতে হবে স্থানীয়ভাবে এবং সমন্বিত উদ্যোগে। স্থানীয় সরকারের মালিকানায় ও নেতৃত্বে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে। তাই বাংলাদেশকে এসডিজি অর্জন করতে হলে এর স্থানীয়করণের কোনো বিকল্প নেই। আর এর জন্য প্রয়োজন হবে শক্তিশালী ও কার্যকর স্থানীয় সরকার।

স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজন হবে একটি বলিষ্ঠ বিকেন্দ্রীকরণ ও সম্পদ হস্তান্তর কর্মসূচি, যাতে সাংবিধানিক নির্দেশনা কার্যকর হয়। জনগণ তাদের প্রাপ্য সকল সেবা সহজে পায়। এজন্য আরও প্রয়োজন হবে 'তৃণমূলের নাগরিক সমাজে'র সহায়তায় অধিক ও মানসম্মত সেবা পাওয়ার লক্ষ্যে জনগণকে সংগঠিত ও সোচ্চার করা। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশেষত ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যাতে তারা এসডিজির অভীষ্টসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে অংশগ্রহণমূলক স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করতে পারে।

অভীষ্ট-১৬'র আলোকে এসডিজি অর্জন

'অভীষ্ট-১৬' এসডিজির শিরোমণি, যার আলোকে অন্য অভীষ্টগুলো অর্জন করতে হবে। এতে বলা হয়েছে: 'টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা, সবার জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ।'

অভীষ্ট-১৬'র আলোকে 'কমিউনিটি চালিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা'র মধ্য দিয়ে এমডিজি/এসডিজি ইউনিয়ন গড়ার লক্ষ্যে ২০১৪ সালে ব্র্যাক ও হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের চারটি জেলার ৬১টি ইউনিয়নে যৌথভাবে কাজ শুরু করে। এই

*গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট

কার্যক্রমের লক্ষ্য ছিল মূলত গতানুগতিক মানসিকতার পরিবর্তন, ইউনিয়ন পরিষদের সামর্থ্য বিকাশ ও জনগণকে সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে একটি সমন্বিত 'কমিউনিটি চালিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা'র (Community-led Development) প্রবর্তন, যা বর্তমানে 'এসডিজি ইউনিয়ন স্ট্র্যাটেজি' নামে পরিচিত।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে একদল স্বেচ্ছাব্রতী সৃষ্টি হয়েছে, যারা ইউনিয়ন পরিষদের সাথে নিয়মিত ও গঠনমূলক অংশীদারিত্ব তৈরি করছে। একইসঙ্গে তারা স্থানীয় সচেতন ও সংগঠিত নাগরিকদের অংশগ্রহণে 'তৃণমূলের নাগরিক সমাজ' গড়ে তুলেছে। এসডিজির অভীষ্টসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে (১) স্থানীয় জনগণ; (২) নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি; (৩) তৃণমূলের নাগরিক সমাজ; এবং (৪) জনগণের জন্য সরকারি সেবা দানকারী বিভাগের অংশীদারিত্বে একটি 'কমিউনিটি চালিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা'র সূচনা হয়েছে।

জনগণের ভূমিকা

- কমিউনিটি চালিত উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ইউনিয়নের জনগণ বিশেষত নারী এবং তরুণদের উজ্জীবিত, অনুপ্রাণিত ও সংগঠিত করে সচেতন জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলা হয়, যারা এসডিজি ইউনিয়ন গড়ে তোলার দায়িত্ব নেয়।
- 'প্রত্যাশা, প্রতিশ্রুতি ও কার্যক্রম' বিষয়ক কর্মশালার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে এসডিজি ইউনয়ন গড়ে তোলার প্রত্যাশা জাগ্রত করা হয়, যাদের অনেকেই পরবর্তীতে চারদিনের রূপান্তরকারী 'উজ্জীবক' প্রশিক্ষণে অংশ নেয় এবং নাগরিকদের সক্রিয় করে কমিউনিটিতে গণজাগরণ সৃষ্টিতে অনুঘটকের ভূমিকা রাখে।
- নারী উজ্জীবক ও কমিউনিটির অন্যান্য নারীদের নিয়ে তিনদিনের নিবিড় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একদল 'নারী নেতৃত্ব' সৃষ্টি হয়।
- ছাত্র-তরুণদেরকে 'ইয়ুথ লিডারশিপ' প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, যারা 'সক্রিয় নাগরিক' হিসেবে নিজ এলাকায় 'সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্টে'র সূচনা করে।
- সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত ও ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্যে একদল 'গণগবেষক' গড়ে তোলা হয়, যারা নিজেদের সমস্যা চিহ্নিত করে এবং সমাধানের প্রচেষ্টা চালায়। তারা গড়ে তোলে নিজেদের সংগঠন, যার মধ্য দিয়ে 'কাউকে বাদ দিয়ে নয়' – এসডিজির এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়।
- 'নাগরিকত্ব ও সামাজিক সম্প্রীতি' কর্মশালার মাধ্যমে নাগরিকদের মধ্যে নাগরিকত্ববোধ তৈরি এবং সামাজিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়।
- তরুণদের মধ্য থেকে বাছাইকৃত একদলকে 'তথ্যবন্ধু' হিসেবে প্রশিক্ষিত করা হয়, যারা জনগণের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকারব্যবস্থা গড়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখে।
- জনগণের সংগঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিটি এসডিজি ইউনিয়নে এই সামাজিক পুঁজির সৃষ্টি হয়, যা কাজে লাগিয়ে সামাজিক গণজাগরণ সৃষ্টির মাধ্যমে অনেক সামাজিক সমস্যা প্রায় বিনা খরচেই স্থানীয়ভাবে সমাধান করা হয়।

ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ 'জনপ্রতিনিধিদের সামর্থ্য বিকাশ' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশ নেন, যার ফলে আইনানুসারে পরিষদ পরিচালনায় তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়, তাদের মধ্যে দাতা-গ্রহীতার সম্পর্কের অবসান ঘটে এবং অনুঘটক-সুলভ নেতৃত্বের বিকাশ হয়।

এসডিজি ইউনিয়ন কার্যক্রম শুরুর পূর্বে ইউনিয়ন পরিষদ একটি সমঝোতা স্মারকে সাক্ষর করে, যাতে পরিষদকে কার্যকর, জবাবদিহিতামূলক এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়। অঙ্গীকার করা হয় ওয়ার্ডসভা ও উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন আয়োজন এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় জনগণের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করার। প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাব্রতীদের অংশগ্রহণে স্থায়ী কমিটিগুলোর সক্রিয়তা সৃষ্টি কমিউনিটি চালিত উন্নয়ন প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

স্থানীয় সচেতন নাগরিক সমাজের ভূমিকা

এসডিজি অর্জনে উজ্জীবক, নারীনেত্রী, তরুণ নেতৃত্ব এবং গণগবেষক-সহ ন্যূনতম ১৫০ প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাব্রতীর সমন্বয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে গড়ে ওঠে 'তৃণমূলের নাগরিক সমাজ'। তারা একদিকে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় 'ওয়াচ-ডগ' হিসেবে কাজ করে, অন্যদিকে পরিষদের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করে। এছাড়াও তারা ইউনিয়নের সাধারণ জনগোষ্ঠীকে জাগ্রত, অনুপ্রাণিত ও সংগঠিত করে এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে সহায়তা করে।

স্থায়িত্বশীলতা অর্জন

কার্যক্রমের প্রভাব ও এর স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিউনিটি চালিত উন্নয়ন প্রচেষ্টায় স্থানীয় নেতৃত্ব এবং কমিউনিটি নিজেদেরাই তাদের উন্নয়নের দায়িত্ব নেয়। সংবিধান সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন এসডিজি অর্জনকে অগ্রাধিকারে পরিণত করে। পরিষদের মালিকানায় ও নেতৃত্বে এবং জন-অংশগ্রহণের ভিত্তিতে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। স্থানীয় পর্যায়ে সরকারের বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান জনগণের জন্য সরকারি সেবাসমূহ সহজপ্রাপ্য করার মাধ্যমে এসডিজি বাস্তবায়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে।

ব্র্যাক ও হাঙ্গার প্রজেক্ট সূচিত কমিউনিটি চালিত এই উন্নয়ন প্রচেষ্টা ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে, যাতে পরিষদ স্ব-প্রণোদিত হয়ে জনগণকে সংগঠিত ও ক্ষমতায়িত করে এবং স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে এসডিজি ইউনিয়ন গড়ে তোলে। এর লক্ষ্য হলো এসডিজি ইউনিয়ন গড়াকে ইউনিয়ন পরিষদের অগ্রাধিকারে পরিণত করা। এছাড়াও এর সহায়তায় গড়ে উঠে স্থানীয় নাগরিক সমাজ, যা উন্নয়নের স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সম্প্রতি বিশ্ববিখ্যাত কলাম্বিয়া, প্রিন্সটন ও ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ চারটি কেইস স্টাডির ভিত্তিতে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ 'প্রসিডিংস অব দি আমেরিকান একাডেমি অব সাইন্সেস'-এ প্রকাশ করেন, যার একটি ছিল ব্র্যাক ও হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর যৌথ ভাবে বাস্তবায়িত ৬১টি এসডিজি ইউনিয়ন। গবেষকদের মতে, অন্যান্য ইউনিয়নের তুলনায় উপরোক্ত ইউনিয়নগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে 'সামাজিক আস্থা' অর্জিত হয়েছে, যা দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আর সামাজিক আস্থার ভিত্তিতেই সমাজিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। তাই গবেষকগণ দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে নীতি-নির্ধারকদের প্রতি স্বল্প আয়ের কমিউনিটি তথা কমিউনিটি চালিত উন্নয়ন প্রচেষ্টার ওপর অধিক গুরুত্ব দিতে বলেছেন।

(নিবন্ধটি ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭, *প্রথম আলো*তে প্রকাশিত)

খুলনায় নারীনেত্রী সম্মেলন-২০১৭

নীতি-নির্ধারণে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করতে নারীনেত্রীদের অঙ্গীকার গ্রহণ

নীতি-নির্ধারণে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি তথা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বিগত তিন বছর খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নে নিবিড়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে। ফলশ্রুতিতে সেখানে গড়ে উঠেছে একদল স্বেচ্ছাব্রতী নারীনেত্রী, যারা নিজেদের বিকশিত ও আত্মনির্ভরশীল করে তোলার পাশাপাশি নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি, নারী নির্যাতন বন্ধ করা এবং নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা-সহ বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত রয়েছেন।

৩১ অক্টোবর ২০১৭, খুলনা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় 'বিকশিত নারীনেত্রীদের সম্মেলন-২০১৭'। 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর আয়োজনে ও 'পলিটিক্যাল পারটিসিপেশন অব ইউমেন ফর ইকুয়াল রাইটস্' (POWER) এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল– 'নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, আনবে দেশে উন্নয়ন'।

সম্মেলনে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নের প্রায় ৩০০ নারীনেত্রী-সহ খুলনা জেলা বিভিন্ন এলাকা থেকে মোট ৫২০ জন নারীনেত্রী উপস্থিত ছিলেন। তারা নিজ নিজ এলাকায় নারীদের জীবনমানের উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সফলতাসমূহ উদ্‌যাপন করেন এবং সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। একইসঙ্গে তারা ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল নির্ধারণ করেন।

নারীনেত্রীদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' খুলনা জেলা কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ জাফর ইমাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বাবু নারায়ণ চন্দ্র চন্দ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার। এছাড়া অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডুমুরিয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান খান আলী মনছুর, মহিলা পরিষদের জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট রসু আক্তার, নেদারল্যান্ড ও ভারত থেকে আগত দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর চারজন বিদেশি অতিথি এবং ডুমুরিয়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ।

জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলনের যাত্রা শুরু হয়। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মাসুদুর রহমান রঞ্জু-এর শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর বিশ্ব মঙ্গল কামনা ও নারীদের আলোর পথে আহ্বান করে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করা হয়। এরপর অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয় এবং ডুমুরিয়া উপজেলায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিচালিত কার্যক্রমের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে নারায়ণ চন্দ্র চন্দ বলেন, 'ডুমুরিয়া একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল, আমার জন্ম ও বাসস্থান। নিজের এবং সমাজের পরিবর্তনে আমাদের কাজ ও উৎসাহ দেখে আমি ভীষণ অনুপ্রাণিত হয়েছি। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী একজন নারী, কয়েকটি রাজনৈতিক দলের প্রধানও নারী। কিন্তু এটা আসলে নারীর অবস্থানের উন্নতি প্রমাণ করে না। নারীর অবস্থা ও অবস্থানের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সকল নারীর অবস্থা ও অবস্থানের উন্নয়ন। আর এ অধিকার অর্জনে নারীদেরকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। নারীকে অধিকার অর্জন করতে গেলে প্রথমত নিজেকে মানুষ হিসেবে ভাবতে হবে, নারী হিসেবে নয়। আমাদের সমাজের অর্ধেক অংশই নারী, বাকি অর্ধেক পুরুষ। তাই পুরুষদের এটি মানতে হবে যে, কাউকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব হবে না এবং নারীদের প্রতি তাদের আরও বেশি উদার হতে হবে এবং তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে।'

উপস্থিত নারীনেত্রীদের উদ্দেশ্যে ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'আমি আপনাদের অনুপ্রেরণামূলক কার্যক্রমের বিবরণ শুনে অভিভূত, উৎসাহিত ও ক্ষমতায়িত হয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি, আপনাদের নেতৃত্ব ও এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা এসডিজি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।'

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে ডুমুরিয়া অঞ্চলের দশজন নারীনেত্রী দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষণ তাদের চিন্তা-চেতনায় ও জীবনমানে কী পরিবর্তন এনেছে, তারা কীভাবে আয় বৃদ্ধিমূলক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে কাজে যুক্ত হলেন এবং বিভিন্ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে কীভাবে তারা স্থানীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন তা তুলে ধরেন।

নারীনেত্রী আকলিমা খাতুন বলেন, 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে আমি আত্মবিশ্বাসী হই যে, আমিও কিছু করতে পারবো। তারপর আমি সার ও কীটনাশকের একটি দোকান দেই। এখন আমার দোকানের মূলধন প্রায় আড়াই লাখ টাকা। আমার পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব নিতে পেরে আমি ভীষণ আনন্দিত। বর্তমানে আমি ২৫ জন নারীকে সংগঠিত করে জৈব সার প্রস্তুত করার কাজ শুরু করেছি।'

চিত্র: সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী নারীনেত্রীদের মোমবাতি প্রজ্জ্বলন

নারীনেত্রী শিক্ষা বসাক বলেন, 'আগে সংসার জীবনের চার দেয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল আমার জীবন। আর দশজন নারীর মত আমার জীবনও চার দেয়ালের মধ্যেই শেষ হয়ে যেতে পারত। কিন্তু দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর সমাজে নানা ধরনের কাজের মাধ্যমে

আমার পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। আমি ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত সদস্য পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি এবং নির্বাচিত হই। একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে এখন আমি আরও বেশি শক্তিশালী ও সক্রিয়।'

ইয়ুথ লিডার তন্বী বলেন, 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সাথে মাত্র দুইমাসের যাত্রা আমরা লক্ষ্যকে আরও বড় করে তুলেছে। আমি এখন নিজেকে ভীষণ শক্তিশালী অনুভব করি, কারণ এখন আর আমি একা নই। আমরা রক্তের গ্রুপিং ক্যাম্পেইন করে আমাদের কলেজের প্রায় সকল শিক্ষক ও ছাত্রীদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করতে পেরেছি। এ সাফল্য আমার মত অনেককে নেতৃত্ব প্রদানে উৎসাহিত করেছে।'

নারীনেত্রীদের বক্তব্যের পর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ তাদের অনুভূতি ও সাফল্যের কথা তুলে ধরেন।
অনুষ্ঠানের শেষভাগে নীতি-নির্ধারণে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার গ্রহণ করে উপস্থিত নারীনেত্রীগণ একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন। সবশেষে র‍্যাফেল ড্র ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে এক আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয় নারীনেত্রী সম্মেলন-২০১৭।

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৭ উদ্‌যাপন

কন্যাশিশুদের জাগরণের মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার আহ্বান

কন্যাশিশুদের বিকশিত হওয়ার পরিবেশ নিশ্চিত করা তথা তাদের জাগরণের মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে পালিত হলো জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৭। দিবসটি পালনের প্রতিপাদ্য ছিল 'কন্যাশিশুর জাগরণ, আনবে দেশে উন্নয়ন'।

দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর উদ্যোগে গ্রহণ করা হয় নানামুখী কর্মসূচি। কর্মসূচির মধ্যে ছিল র‍্যালি ও আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কন ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী, লিফলেট, পোস্টার ও 'কন্যাশিশু-১৩' প্রকাশনা প্রকাশ ইত্যাদি। রাজধানী ঢাকা ছাড়াও সারাদেশের ৩৪৬টি স্থানে দিবসটি পালিত হয়।

১৩ অক্টোবর ২০১৭, ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ও জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর যৌথ উদ্যোগে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-সহ বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে সকাল ৮.৪৫টায় শাহবাগ জাতীয় যাদুঘরের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালি উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মেহের আফরোজ চুমকি এমপি। র‍্যালিটি বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালি শেষে সকাল ১০.০০টায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমী মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নাছিমা বেগম এনডিসি- মাননীয় সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনাব সেলিনা হোসেন, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং জনাব মার্ক পিয়ার্স, কান্ট্রি ডিরেক্টর, সেভ দ্য চিলড্রেন। এছাড়া সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহিন আক্তার ডলি, নির্বাহী পরিচালক, নারীমৈত্রী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর সম্পাদক জনাব নাছিমা আক্তার জলি। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর পরিচালক জনাব আনজির লিটন। কন্যাশিশুদের মধ্য থেকে অনুভূতি ব্যক্ত করেন অপরাজেয় বাংলাদেশ-এর মিলি শরীফ মনি এবং এটিএন বাংলার 'অপরাজেয় বাংলা'র উপস্থাপক তানজিলা আক্তার মীম।

র‍্যালি পূর্ব সমাবেশে জনাব মেহের আফরোজ চুমকি এমপি বলেন, 'বর্তমান সরকার দেশকে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। এজন্য দরকার হবে নারী ও কন্যাশিশুদের ক্ষমতায়ন। একইসঙ্গে দরকার নির্যাতন ও বৈষম্য দূর করে কন্যাশিশুদের বিকশিত হওয়ার পরিবেশ নিশ্চিত করা।'

জনাব নাছিমা বেগম এনডিসি বলেন, 'বর্তমান সরকার নারী ও কন্যাশিশুবান্ধব সরকার। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কন্যাশিশু কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসকল পদক্ষেপের ফলে দেশে বাল্যবিবাহের হার কমে আসার পাশাপাশি কন্যাশিশুদের অধিকার রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।'

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর অঞ্চলভিত্তিক প্রতিবেদন ও কিছু সফলতার গল্প

ঝিনাইদহ অঞ্চল

সফলতার গল্প

গৃহিণী থেকে কৃষাণী, শেপালী এখন স্বাবলম্বী

তিনি ছিলেন সাধারণ একজন গৃহিণী। বর্তমানে পুরোদুস্তর কৃষাণী। নিজ প্রচেষ্টায় দারিদ্র্যকে পেছনে ফেলে তিনি এখন স্বাবলম্বী। বলছি শেপালী নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার ধারাবারিষা ইউনিয়নের বাসিন্দা নারীনেত্রী শেপালীর কথা।

১৬ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের এক বছর পর এক পুত্র সন্তানের জননী হন তিনি। এক পর্যায়ে স্বামীর নানা রকম অত্যাচার সইতে না পেরে বাবার বাড়িতে চলে আসেন তিনি। কিছুদিন ঢাকায় গিয়ে পোশাক কারখানায় কাজ করেন। এরপর বাড়িতে ফিরে দেখেন সেই পুরানো দারিদ্র্য। কিন্তু হাল ছেড়ে দেননি তিনি।

২০১২ সালে ঝাউপাড়া গ্রামের সাঈদের মাধ্যমে শেপালী দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারেন। সে বছরই 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (৯১তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন তিনি। প্রশিক্ষণটি তার জানার পরিধি বাড়ানোর পাশাপাশি তাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। প্রশিক্ষণের পর তিনি নানামুখী অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নিজেকে যুক্ত করেন। বাড়িতে হাঁস-মুরগি, গরু ও কবুতর পালন করা শুরু করেন। বর্তমানে তার ২৮টি হাঁস, ৩০টি কবুতর, মুরগি, ৩টি ছাগল ও একটি গরু আছে। এর পাশাপাশি জমি বর্গা নিয়ে নিয়ে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করা শুরু করেন। শেপালী বর্তমানে দুই বিঘা জমি বন্ধক নিয়ে রসুন চাষ করেছেন। ফলনও হয়েছে খুব ভাল। এসব কাজের মধ্য দিয়ে নিজ পরিবারে স্বচ্ছলতা নিয়ে এসেছেন শেপালী।

আগে ছিল ছনের ঘর, তারপর টিনের ঘর করেছেন, আর এখন ইটের ঘর নির্মাণ করেছেন শেপালী।

শেপালী জানান, এখন তিনি সবার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারেন। বলেন, 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট আমাকে টাকা দেয়নি, কিন্তু আমাকে যে জ্ঞান দিয়েছে তা কাজে লাগিয়ে আমি এখন সাবলম্বী।'

একজন নারীনেত্রী হিসেবে এলাকার মানুষের উন্নয়নেও কাজ করছেন তিনি। শেপালী বর্তমানে স্যানিটেশন, শিক্ষা, গর্ভবতী মায়ের সেবা, বাল্যবিবাহ বন্ধ করা ও অন্যান্য নারীদের আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের সাথে যুক্ত করা ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করছেন। ১২ জন শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েছেন। নারীনেত্রীদের প্রচারণার ফলে এলাকার শ্বাশুড়িরা এখন তাদের গর্ভবতী পুত্রবধূদের আগের তুলনায় বেশি যত্ন নেন বলে জানান শেপালী। শেপালী পাঁচজন অসহায় নারীকে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের সাথে যুক্ত করিয়েছেন। এলাকার অন্য নারীরা শেপালীকে দেখে এখন অনুপ্রেরণা খুঁজে পান।

সদা হাস্যোজ্জল শেপালী মনে করেন, 'ছেলেরা যদি কর্ম করতে পারে, তবে মেয়েরাও পারবে। এজন্য দরকার ইচ্ছাশক্তি।'

সংকলনে: মাকসুদা খানম, প্রোগ্রাম অফিসার, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট।

খুলনা অঞ্চল

অন্যরকম এক বিদ্যালয়ের গল্প

পরিচ্ছন্ন ও সাজানো গোছানো একটি বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে প্রবেশের পর প্রথমে দেখা হলো বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেব প্রসাদ হালদারের সাথে। খুব বেশি বয়স নয়। প্রথম দেখা ও কথায় মনে হচ্ছিল তাঁর সাথে কত দিনের পরিচয়। তিনি তাঁর বিদ্যালয় ও ছাত্রীদের সফলতার গল্প বলা শুরু করলেন। গল্প শুনে ছাত্রীদের সাথে কথা বলার লোভ আর ধরে রাখতে পারলাম না। স্যারকে বললাম, ছাত্রীদের সাথে কথা বলতে চাই। তিনি ষষ্ঠ, সপ্তম আর অষ্টম শ্রেণির কিছু ছাত্রীদের একত্রিত করে বসার সুযোগ করে দিলেন। ছাত্রীদের কাছ থেকে শুনলাম পাল্টে যাওয়ার বিদ্যালয়ের কিছু ইতিবাচক চিত্র। বলছি বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার বেতাগা ইউনিয়নের বি কে শেখ আলী আহমেদ উচ্চ বিদ্যালয়ের কথা।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে পরিচালিত 'মেয়েদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইনে'র উদ্যোগে উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়ে গড়ে উঠেছে একটি ইয়ুথ ইউনিট। ইয়ুথ ইউনিটের সদস্য ৩০ জন। তারা অনেকগুলো কাজের সাথে যুক্ত। ইউনিটের ছাত্র-ছাত্রীরা একত্রিত হয়ে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দুই কাঠা জমিতে শীতকালীন সবজি চাষ করা শুরু করে। সবজি বাগান করার জন্য সাধারণ ছাত্রীদের কাছ থেকে ২০ টাকা করে চাঁদা নেওয়া হয়। উত্তোলন করা টাকা দিয়ে তারা আট প্রকার সবজি বীজ ও চারা কিনে। প্রতিদিন টিফিনের সময় ১৫ মিনিট করে এই বাগান পরিচর্যার পেছনে সময় দেয়। ছাত্রীদের কাছে জানতে চাইলাম, কেন তারা এই কাজ করছে? উত্তরে জানালো যে, পুষ্টির চাহিদা মেটানো ও উপার্জন বাড়ানোর জন্যই তারা এই কাজ করছে। উপার্জিত এই অর্থ বিদ্যালয়ের তহবিলে জমা হবে বলেও জানায় তারা। এবছরও সবজি বাগান করেছে শিক্ষার্থীরা।

ছবি: অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী লিমা, সম্প্রতি যার বাল্যবিয়ে বন্ধ হয়।

ছাত্রীরা বিদ্যালয়ের পেছনে একটি সাত কাঠা জমিতে মাছ চাষ করা শুরু করেছে। এই পুকুরটি স্কুল কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ধীরাজ বিশ্বাসের কাছ থেকে পাঁচ বছরের জন্য লিজ নিয়েছে। ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যরাই পুকুর পরিষ্কার রাখে এবং মাছের চাষ করছে। মাছ বড় হলে বিক্রি করে যে অর্থ উপার্জন হবে তা বিদ্যালয়ের কল্যাণে লাগানো হবে বলে জানায় ছাত্রীরা।

ছাত্রীরা জানায়, তারা এখন প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে অনেক সচেতন। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে ভিডিও দেখেই তাদের মধ্যে এই সচেতনতা তৈরি হয়েছে। অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী সোহানা জানায়, তার এখন বিদ্যালয়ে আসতে খুবই ভাল লাগে। মাসিককালীন যে কোনো সমস্যা নিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক পারুল আক্তার ম্যাডামের সাথে কথা বলা যায় বলে জানায় সোহানা।

বাল্যবিবাহ বন্ধে সক্রিয় রয়েছে ইয়ুথ ইউনিট। তারা বিভিন্ন রকম প্রচারাভিযানের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ বন্ধে অভিভাবকদের সচেতন করে তুলছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও বাল্যবিবাহ যাতে না হয় এবং কোনো ছাত্রী যাতে বিদ্যালয় থেকে ঝরে না পড়ে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। কিছুদিন আগে শিক্ষকদের সহযোগিতায় অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী লিমার বাল্যবিয়ে বন্ধ করতে

সক্ষম হয় ইয়ুথ ইউনিট। লিমার অসম্মতিতে বিয়ে ঠিক করে তার বাবা-মা। বিষয়টি জানতে পেরে সে ধানের গোলার মধ্যে লুকিয়ে থাকে এবং পরে বিয়ের বিষয়টি সহপাঠীদের জানিয়ে দেয়। তখন ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যরা লিমার বাবা-মাকে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করে এবং তারা সফলও হয়। লিমা এখন নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেব প্রসাদ হালদার জানান, তারা বিদ্যালয়ের সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখতে চান। তাঁরা চান, লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা করুক এবং বিভিন্ন সামাজিক কাজে যুক্ত হোক। তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে ধন্যবাদ জানান তাদের বিদ্যালয়ে 'মেয়েদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন' পরিচালনার করার জন্য।
সংকলনে: কাজী ফাতেমা বর্নালী, প্রোগ্রাম অফিসার, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট।

সমবায়ে সমৃদ্ধি–বিশ্বাস করেন রংপুর ইউনিয়নের নারীরা

একটি প্রশিক্ষণ বদলে দিয়েছে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার রংপুর ইউনিয়নের নারীদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও উন্নয়ন ধারাকে। প্রশিক্ষণ থেকে তারা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন যে, নারীদের পিছিয়ে থাকার কারণ অন্যতম কারণ তারা নিজেরাই। কারণ তারা নিজেদের দুর্বল মনে করে, তারা নিজেদেরকে পুরুষের সেবক মনে করে। কিন্তু একজন নারী চাইলে সে নিজের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাতে পারে, একইসঙ্গে পারে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে অবদান রাখতে।

নারীদের মধ্যে ইতিবাচক এমন ধারণা তৈরি করে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ২,২৫১তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণ। উক্ত প্রশিক্ষণে অংশ নেন রামকৃষ্ণপুর গ্রামের কৃষ্ণা মন্ডল (৩২)। তিনি গৃহস্থ পরিবারের সাধারণ একজন গৃহিণী। স্বামী বিবেকানন্দ মন্ডল একজন কৃষক। তেমন স্বচ্ছলভাবে পরিবারটা না চললেও মনের ভেতর বড় হওয়ার স্বপ্ন আঁকড়ে আছেন। উজ্জীবক প্রশিক্ষণ নেয়ার পর বড় হওয়ার বাসনাটা আরও দৃঢ় হয়। 'যার দল নেই, তার বল নেই'– এই কথাটা ধারণ করে সম্প্রতি তাঁর নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি। সমিতির কাজের সাথে যুক্ত রয়েছেন তার গ্রামের আরও চারজন নারী উজ্জীবক, যারা তার সঙ্গে উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছিলেন। মোট ১৭ জন সদস্য প্রতি সপ্তাহে দশ টাকা করে সঞ্চয় করেন। বর্তমানে সমিতির সঞ্চয় দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৭৬০ টাকা।

কৃষ্ণা মন্ডল জানান, সমিতির সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়লে নারীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যৌথভাবে পোল্ট্রি চাষ, গবাদি পশু পালন ও মিনি গার্মেন্ট গড়ে তোলা হবে। এর মাধ্যমে নারীরা স্বাবলম্বী হবে বলে বিশ্বাস করেন তিনি।

বরিশাল অঞ্চল

ভিডিটি সদস্যদের স্বনির্ভর গ্রাম তৈরির স্বপ্ন

এসডিজি অর্জনের জন্য স্বনির্ভর গ্রাম গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রাম উন্নয়ন টিমের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার চাঁদপাশা ও মাধবপাশা ইউনিয়নে তিনদিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২২-২৪ ডিসেম্বর ২০১৭, অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে উভয় ইউনিয়নের ২০টি গ্রাম থেকে ৪০ জন (পুরুষ: ১৬, নারী: ২৪) ভিডিটি সদস্য অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে তারা এসডিজির অভীষ্টগুলো সম্পর্কে জানতে পারেন এবং তারা স্থানীয় পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সমস্যা দূরীকরণের গুরুত্ব ও উপায় সম্পর্কে অবগত হন। একইসঙ্গে পুরানো স্বেচ্ছাব্রতীদের সঙ্গে নতুন স্বেচ্ছাব্রতীদের নতুন সম্পর্ক তৈরি হয়।

প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীগণ ২০২১ সালে তাদের নিজ নিজ গ্রামকে কী রূপে দেখতে তার স্বপ্ন তৈরি করেন। নিম্নে সে স্বপ্নগুলো তুলে ধরা হলো:

১. সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যকার কোনো বৈষম্য থাকবে না। নারীরা তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার পাবে।

২. সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা ও সম্মানজনক কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকবে। ধর্ম-বর্ণ ভেদে কারো প্রতি কোনো বৈষম্য করা হবে না।

৩. স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক দলগুলো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করবে। রাজনীতিবিদরা চাঁদাবাজি, দুর্নীতি ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত থেকে সামাজিক সম্প্রীতি নিশ্চিত করবেন।

৪. বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং মাদক থেকে গ্রাম ও সমাজ মুক্ত থাকবে। সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সুযোগ নিশ্চিত হবে। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে এবং সবার জন্য নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা থাকবে।

৫. ওয়ার্ডসভা আয়োজন ও স্থায়ী কমিটিকে সক্রিয় করার মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়ন টিম স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং জনগণ তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধাগুলো পাবে।

৬. গ্রামগুলো হবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত এবং আত্মনির্ভরশীল। দারিদ্র্য দূরীকরণে সমবায়, কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন ও গণগবেষণা সমিতিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৭. সু-পরিকল্পিতভাবে সকল অবকাঠামো নির্মিত হবে। অবকাঠামো নির্মাণে সবুজায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৮. গ্রামে কোনো দূষণ থাকবে না। রান্নার কাজে পরিবেশবান্ধব চুলা ব্যবহার করা হবে।

কৈশোরকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক

কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতের মাধ্যমে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধের আহবান

সোহানুর রহমান ❑ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশেরও বেশি সংখ্যক জনসংখ্যা কিশোর-কিশোরী। এই কিশোর-কিশোরীদের একটি বিরাট অংশ প্রজনন স্বাস্থ্য এবং তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন নয়। এই বিষয়ে অধিকতর সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া, বাবুগঞ্জ উপজেলা ও মাদারীপুর সদর উপজেলা এবং ঝালকাঠি সদর উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয় 'কৈশোরকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার, প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক। উপজেলা প্রশাসন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট যৌথভাবে উক্ত অনুষ্ঠানগুলো আয়োজন করে।

আগৈলঝাড়া: ২৭ ডিসেম্বর ২০১৭, উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় ‘কৈশোরকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য ও বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭’ বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আশ্রাফ আহমেদ রাসেল। বৈঠকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মেহের আফরোজ মিতা।

বাবুগঞ্জ: ২৭ ডিসেম্বর ২০১৭, বাবুগঞ্জ উপজেলা রিসোর্স সেন্টার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় ‘কৈশোরকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার, প্রেক্ষিত বাংলাদেশ’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক। বৈঠকে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান বেগম খালেদা ওহাব এবং বাবুগঞ্জ পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক জনাব মো. এসহাক প্রমুখ।

মাদারীপুর: ২৭ ডিসেম্বর ২০১৭, মাদারিপুর শহরের এম.এম হাফিজ মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় ‘কৈশোরকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার, প্রেক্ষিত বাংলাদেশ’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম মাদারীপুর শাখার সভাপতি হোমায়রা লতিফ পান্না। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মো. ওয়াহিদুল ইসলাম।

ঝালকাঠি: ২৮ ডিসেম্বর ২০১৭, ঝালকাঠি সদর উপজেলা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় ‘কৈশোরকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার, প্রেক্ষিত বাংলাদেশ’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসরিন আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. সুলতান হোসেন খান।

ঢাকা অঞ্চল

কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে

দিঘী ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হলো মতবিনিময় সভা

গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সরকারের উদ্যোগে স্থাপন করা হয় কমিউনিটি ক্লিনিক। কিন্তু অনেক কমিউনিটি ক্লিনিকই কাঙ্ক্ষিত সেবার মান নিশ্চিত করতে পারছে না। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো যাতে সঠিকভাবে সেবাদান করে তা নিশ্চিত করতে ২৫ অক্টোবর ২০১৭, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার দিঘী ইউনিয়নে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দিঘী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন মোল্লা। এছাড়া সভায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ও দিঘী ইউনিয়নের বিভিন্ন পর্যায় থেকে আগত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ইউনিয়ন সমন্বয়কারী আব্দুস সালাম ‘কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার মানোন্নয়ন ও আমাদের করণীয়’ শীর্ষক লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। এরপর কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর বিদ্যমান অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়। আলোচনায় অংশ নিয়ে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) মেহেরুন্নেছা বলেন, ‘বর্তমানে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে অপ্রতুল ওষুধ রয়েছে এবং রয়েছে অবকাঠামোগত সমস্যাও। বিশেষত বেশিরভাগ সময়েই কমিউনিটি ক্লিনিকে বিদ্যুৎ থাকে না।’

কমিউনিটি ক্লিনিকের দাতা সদস্য হবিবুর রহমান বলেন, ‘ক্লিনিকে সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে আমরা যদি স্বেচ্ছাশ্রম দিতে পারি, তাহলে সেবার মান বৃদ্ধি পাবে।’

সভাপতির বক্তব্যে আব্দুল মতিন মোল্লা বলেন, ‘বিদ্যমান সমস্যাগুলো দূর করে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর সেবার মান বৃদ্ধিতে আমরা ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।’

আলোচনায় আরও অংশ নেন আব্দুস সবুর মাস্টার, সিএইচসিপি বিপ্লব হোসেন, কমিউনিটি ক্লিনিকের দাতা সদস্য আবুন খাঁ প্রমুখ।

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে

‘এসডিজির স্থানীয়করণে ভিশনভিত্তিক পরিকল্পনা কর্মশালা’

এমডিজি পরবর্তী ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের উদ্যোগে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট গৃহীত হয়, যা সংক্ষেপে ‘এসডিজি’ নামে পরিচিত। এসডিজির সকল অভীষ্ট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৈনন্দিন কাজের সাথে সম্পর্কিত। তাই এসডিজির সফল অর্জনে স্থানীয় সরকার, বিশেষত ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকরী ভূমিকার কোনো বিকল্প নেই। আর ইউনিয়ন পর্যায়ে এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে এসডিজির স্থানীয় অগ্রাধিকারগুলো চিহ্নিত হওয়া দরকার। একইসাথে গড়ে ওঠা প্রয়োজন স্থানীয় সরকার, স্থানীয় জনগণ, স্থানীয় নাগরিক সমাজ এবং সরকারের সেবা বিভাগের মধ্যকার সমবেত প্রত্যাশা ও সমন্বিত উদ্যোগ। এই উপলব্ধি থেকেই দি হাঙ্গার প্রজেক্ট দেশব্যাপী ‘এসডিজির স্থানীয়করণে ভিশনভিত্তিক পরিকল্পনা’ শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০ আগস্ট ২০১৭, মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার দিঘী ইউনিয়ন পরিষদের এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন দিঘী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন মোল্লা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মঞ্জুর মোহাম্মদ শাহরিয়ার। কর্মশালায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান সালেহা ইসলাম এবং দিঘী ইউনিয়ন পরিষদের সচিব মো. পেয়ার আলী প্রমুখ। কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায় থেকে আগত ৪৫ জন নারী-পুরুষ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালাটি সমন্বয় করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মুর্শিকুল ইসলাম শিমুল।

কর্মশালার শুরুতে এসডিজির অভীষ্টগুলো ও স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি অর্জনের কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এরপর অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তাদের স্থানীয় সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেন এবং সমস্যাগুলো নিরসনে প্রচেষ্টা চালানোর অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রধান অতিথি মঞ্জুর মোহাম্মদ শাহরিয়ার বলেন, ‘স্থানীয় উন্নয়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু মাত্র ১৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে কমিউনিটির সব ধরনের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। তাই স্থানীয় সমস্যা সমাধানে এবং এসডিজি অর্জনে স্থানীয় জনগণকে সক্রিয় হওয়া দরকার।’

কুমিল্লা অঞ্চল

সফলতার গল্প

বাল্যবিবাহমুক্ত সমাজ গঠনে সক্রিয় নারীনেত্রী হোসনে আরা

মঞ্জুর হোসেন ❑ বাল্যবিবাহ বন্ধে সক্রিয় রয়েছেন কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার ঝলম উত্তর ইউনিয়নের নারীনেত্রী হোসনে আরা। তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ‘নারী নেতৃত্ব বিকাশ’ শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ থেকে জেনেছেন

বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে। প্রশিক্ষণের পর থেকে (ডিসেম্বর ২০১৬) তিনি বাল্যবিবাহ বন্ধের লক্ষ্যে নিয়মিত উঠান বৈঠকের আয়োজন করেন। উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, বাল্যবিবাহের ফলে কন্যাশিশুরা শিক্ষা ও পুষ্টির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। বাল্যবিবাহের শিকার হওয়ার কন্যাশিশুরা অল্প বয়সে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হোসনে আরার প্রচেষ্টার ফলে তার নিজ গ্রাম বড় কেশতলা গ্রাম এখন অনেকটাই বাল্যবিবাহমুক্ত।

হোসনে আরা জানান, চলতি বছর থেকে তিনি তার পার্শ্ববর্তী আরও তিনটি গ্রাম হাড়িয়া হোসেনপুর, ধিকচান্দা ও দৈয়ারা গ্রামকে বাল্যবিবাহমুক্ত করতে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এ লক্ষ্যে তিনি ঐ গ্রামগুলোতে অভিভাবকদের নিয়ে নিয়মিত উঠান বৈঠকের আয়োজন করবেন বলেও জানান তিনি।

সফলতার গল্প

তাসলিমা আক্তার এখন স্বাবলম্বী

সাফায়েত হোসেন ❑ আত্মশক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজ পরিবারে স্বচ্ছলতা নিয়ে এসেছেন তাসলিমা আক্তার। তাসলিমা কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার উত্তরদা ইউনিয়নের উত্তরদা গ্রামের বাসিন্দা। দশম শ্রেণিতে পড়াবস্থায় তার বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পর তাসলিমার সংসারে আসে একের পর দুই কন্যাসন্তান। স্বামী জহুরুল ইসলাম-এর সামান্য উপার্জন দিয়ে সংসার চালানো দায় হয়ে দাঁড়ায়। আর্থিক অনটনের কারণে তাসলিমার সংসারে সবসময় অশান্তির ছায়া লেগে থাকতো।

২০১৫ সালের মার্চ মাসে তাসলিমা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় মাসব্যাপী একটি সেলাই প্রশিক্ষণে (১১৮২তম ব্যাচ) অংশ নেন। এ প্রশিক্ষণটি তার জীবনকে বদলে দেয়। প্রশিক্ষণ শেষে তাসলিমা নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। এ মেশিন দিয়ে তাসলিমা তার গ্রামের নারী ও শিশুদের পোশাক তৈরি করা শুরু করেন। তাসলিমা বর্তমানে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-সহ অন্যান্য সংস্থার পরিচালনায় আয়োজিত সেলাই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন। সেলাইয়ের কাজ করে এবং প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করার ফলে তাসলিমা সক্ষম হয়েছেন নিজ পরিবারে স্বচ্ছলতা নিয়ে আসতে। তাসলিমার পরিবারে আর্থিক অনটন এখন একটি অতীত বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

রংপুর অঞ্চল

বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে রক্ষা পেল আতিকা

আলবেদা আক্তার ❑ স্থানীয় সংগঠন গড়ে তোলা এবং বাল্যবিবাহ বন্ধে সক্রিয় রয়েছেন নারীনেত্রী মোছা. মনোয়ারা বেগম। তিনি রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার লক্ষ্মীটারী ইউনিয়নের বাসিন্দা। মনোয়ারা সম্প্রতি এলাকার দরিদ্র নারীদের নিয়ে পশ্চিম মহিপুর খানকার পাড় পাড়ায় 'তিস্তারপাড় মহিলা গণগবেষণা সমিতি' নামের একটি সমিতি গড়ে তুলেছেন। বর্তমানে সমিতির সদস্য ৩০ জন, যারা প্রতি সপ্তাহে সভায় মিলিত হন। মনোয়ারা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ থেকে জানতে পেরেছেন বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে। তাই তিনি সমিতির সভায় বাল্যবিবাহ বন্ধে করণীয় সম্পর্কে সমিতির সদস্যদের সাথে নিয়মিত আলাপ করেন।

গত ১৭ জুলাই ২০১৭, তারিখে সমিতির সভাকালীন সময়ে মনোয়ারা জানতে পারেন যে, রক্স প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীর মোছা. আতিকার বিয়ে দেয়ার প্রস্তুতি চলছে। আতিকা পশ্চিম মহিপুর গ্রামের মো. ডাবুল মিয়া ও মোছা. রশিদা বেগম-এর সন্তান। মনোয়ারা আরও জানতে পারেন যে, আতিকার বিয়ে দেয়ার জন্য তার বাবা-মা ইতিমধ্যে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন। মনোয়ারা দেরি না করে সমিতির অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে আতিকার বাব-মার সাথে দেখা করতে যান এবং তাদেরকে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, 'বাল্যবিয়ের কারণে কন্যাশিশুরা শিক্ষা ও পুষ্টির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অল্প বয়সে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।' মনোয়ারা বাল্যবিবাহ দেয়ার শাস্তি সম্পর্কেও বোঝানোর চেষ্টা করেন। তার যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে আতিকা'র বাবা মো. ডাবলু মিয়া নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন এবং তখনই মেয়ের বাল্যবিয়ে বন্ধ করে দেন। তাঁরা সমিতির সকল সদস্যদের সামনে এই অঙ্গীকার করেন যে, ১৮ (আঠারো) বছর পূর্ণ হওয়ার আগে তারা আতিকাকে কখনোই বিয়ে দেবেন না। এভাবে নারীনেত্রী মনোয়ারা বেগম-এর প্রচেষ্টায় বন্ধ হয় বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয় আতিকা।

শোক বার্তা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার উজ্জীবক, স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব সাইফুল ইসলাম চপল গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃতুবরণ করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমরা 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' পরিবার তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত।

'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' ক্ষুধামুক্ত ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গঠনের যে আন্দোলন করে আসছে প্রয়াত সাইফুল ইসলাম চপল ছিলেন সেই আন্দোলনের একজন অন্যতম পুরোধা। তিনি ১৯৯৮ সালে স্বেচ্ছাব্রতী আন্দোলনের এই কাজের সাথে যুক্ত হন। একজন স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক হিসেবে সারাদেশে স্বেচ্ছাব্রতী তৈরির কাজে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। ক্ষুধামুক্তির আন্দোলন ও সমাজের প্রতি তাঁর এ অবদানকে আমরা গভীরভাবে স্মরণ করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার এবং স্বজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

আমরা আরও দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর শুভাকাঙ্ক্ষী ও 'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক' ঢাকা জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবুল হাসানাত গত ৩১ জানুয়ারি ২০১৮, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃতুবরণ করেছেন। আমরা 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' পরিবার জনাব আবুল হাসানাত-এর প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।